যুগান্তর

09 NOV 2013

ঢাবি 'খ' ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩/২০১৪ শিক্ষাবর্ষের অধীনে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির কলা অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে একটি চক্র হাতিয়ে নিয়েছে কোটি টাকা। চক্রটি মোবাইলে ক্ষুদেবার্তা, ব্লুটুথ ও বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে এ জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে বলে একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে। সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরুর পর ঢাকা কলেজে এক শিক্ষকের মাধ্যমে শাখা ছাত্রলীগ নেতাদের একটি সিন্ডিকেট কর্তৃক ২৯ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর কাছে ব্লুটুথের মাধ্যমে উত্তর সরবরাহের সত্যতা পাওয়া গেছে। এছাড়া চাঁনখারপুলে অবস্থিত বোরহানউদ্দিন

ফাঁস : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

ফাঁস : ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসহ বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের বাইরে পরীক্ষা চলার সময়ে অনেককেই প্রশ্নপত্র সমাধান করতে দেখা গেছে।

জানা যায়, শুক্রবার সকাল দশটায় কলা অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা কলেজ কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর ছড়িয়ে পড়ে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, পরীক্ষা শুরুর মিনিট কয়েক পরেই ঢাকা কলেজের দক্ষিণ ছাত্রাবাসের ছাত্র ও কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মেহেদীর নেতৃত্বে আরও দুই ছাত্রলীগ নেতা পূর্বপরিকল্পিতভাবে চুক্তিবদ্ধ এক শিক্ষকের কাছ থেকে পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নপত্র নিয়ে আসে। অন্য দুই ছাত্রলীগ নেতা হলেন— দক্ষিণায়ন হলের কাওছার (ব্যবস্থাপনা, চতুর্থ বর্ষ) ও মামুন (ব্যবস্থাপনা চতুর্থ বর্ষ)। পরে দক্ষিণায়ন ছাত্রাবাসের ২০৫ নম্বর কক্ষে বসে প্রশ্নটির সমাধান করা হয়। আর এ রুমটি থেকেই ব্লুটুথের মাধ্যমে পরীক্ষার হলে থাকা শিক্ষার্থীদের কাছে সরবরাহ হয় উত্তর। জালিয়াতির এ ঘটনায় ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি এসএইচ শাহেদেরও জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। একই অভিযোগ পাওয়া গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করা এক ছাত্রের নেতৃত্বে গঠিত আরেকটি জালিয়াত চক্রের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পলাশী মোড়ে ওই চক্রের সঙ্গে ভর্তিচ্ছু ৪ শিক্ষার্থী বড় অঙ্কের টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন ফাঁসের চুক্তি করে।

বোরহান উদ্দিন কলেজের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক শিক্ষক জানান, এক শিক্ষার্থী কেন্দ্রটিতে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করতে চাইলে কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা কর্মীরা তার মোবাইলটি জব্দ করে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে থাকা সেই মোবাইল ফোনটিতে পরীক্ষার সব প্রশ্নের উত্তর ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে আসে। পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মোবাইল ফোন নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করার জন্য নিরাপত্তাকর্মীদের টাকার লোভও দেখানো হয়েছে বলে জানান কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক নিরাপত্তারক্ষী।

এছাড়া বিসিএস, এসএসসি, এইচএসসি ও প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নপত্র ফাঁসেরও অভিযোগ উঠেছে এই ডিজিটাল জালিয়াত চক্রের বিরুদ্ধে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের এ ধরনের কাজগুলো করা হচ্ছে বলে জানা যায়। এছাড়া গত ১ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত 'ঘ' ইউনিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গেও এদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আমজাদ আলী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এটি নিশ্চিত। কিন্তু ঘটনার সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে ভিসিকে জালিয়াত চক্রের মোবাইল নম্বরসহ দেয়া হয়েছে। প্রক্টর আরও জানান, জালিয়াত চক্রগুলো আগেও যেমন সক্রিয় ছিল তেমনি রয়েছে বর্তমানেও। ঘটনার তদন্তের মাধ্যমে তাদের আটক করার আশাবাদও ব্যক্ত করেন তিনি। কিন্তু ঢাকা কলেজ কেন্দ্র থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে পারেননি তিনি।

বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটলেও জালিয়াত চক্রের মূল হোতাদের কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। জানা যায়, গত ১ নভেম্বর সামাজিক অনুষদভুক্ত 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার দিনেও জালিয়াতির অভিযোগে দুই শিক্ষার্থীকে আটক করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কিন্তু এ ঘটনার মূল হোতা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এছাড়াও এর আগে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা শুরুর আগের রাতে শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিএড সম্মান ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। সে সময়ে ঘটনাটি নিয়ে তোলপাড় হলেও ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোনো সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি।

প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ছিল শুক্রবার। এ পরীক্ষায় ২ হাজার ২৯৬ আসনের বিপরীতে মোট ৩৮ হাজার ৭৬৮ জন ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী অংশ [illegible] কেন্দ্রসহ মোট ৭১টি কেন্দ্রে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠি